গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের জানুয়ারি/২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৫ জানুয়ারি/ ২০২৩
সভার সময়	দুপুর ২:০০ ঘটিকা
স্থান	জুম প্লাটফর্মে
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের জানুয়ারি/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের মতামত বা অবজারভেশন আছে কিনা জানতে চান। কোন মতামত বা অবজারভেশন না থাকায় সর্বসম্মতিতে গত ২১-১২-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর/২২ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। গত ২১-১২-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত			

৩.১।	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বহিরংগন সম্পর্কিত আলোচনায় জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখাপ্রধান, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, চলতি অর্থবছরে এপিএতে ১২টি কর্মসূচি অন্তর্ভক্ত আছে। ইতোমধ্যে ৬টি সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪টি কর্মসূচি চলমান রয়েছে। অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট শাখা থেকে একটি দল পদ্মা নদির বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন শীর্ষক বহিরংগন কাজ করছে। এ কাজের অগ্রগতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখার শাখা প্রধান জনাব মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, তারা পরিকল্পনামাফিক কাজ করছেন, ইতোমধ্যে ৯টি এসপিটি (SPT), ১২টি বোরিং, ১৫টি অগারিং এবং ৪টি পিটিং সম্পন্ন করেছে। তিনি আরও বলেন পর্যবেক্ষণের জন্য অচিরেই ফিল্ড ভিজিটে যাওয়া হবে এবং প্রয়োজন মোতাবেক নির্দেশনা প্রদান করা হবে। সভাপতি বলেন, বহিরংগনে অবস্থানকারী দলগুলোর শাখা প্রধানগণ প্রতিদিন ২/৩ বার ফোন করে দলের খোঁজখবর রাখবেন। জিআইএস এন্ড আরএস শাখার বহিরংগন কাজের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখাপ্রধান জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, তিনি ফিল্ড ভিজিটে গিয়েছিলেন এবং সেখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ স্থানীয় অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে একটি সচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। তারা আমাদের কাজ সম্পর্কে জানতে পেরে আনন্দিত এবং এ বিষয়টি আরও আগে থেকেই করা উচিত ছিল বলে তারা মত প্রদান করেন। এছাড়াও বহিরংগন কাজ পরিকল্পনামাফিক সম্পন্ন হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং সার্বিক সহযোগিতার জন্য মহাপরিচালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভাপতি স্থানীয় পর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে সমন্বয়ের বিষয়ে কোনো প্রয়োজন হলে মহাপরিচালকের সাথে যোগাযোগরে কথা বলেন। ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও কোয়াটারনারি ভূতত্ত্ব শাখার বহিরংগন কাজ চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলাতে চলছে। কাজের অগ্রগতির বিষয়ে শাখা প্রধান জনাব নাসিমা বেগম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, টিমটি চট্টগ্রাম ক্যাম্প অফিসে অবস্থান করছে এবং কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে। ফেব্রয়ারি/২৩ মাসের শুরুর দিকে একটি সচেতনতামূলক সেমিনারে আয়োজনের বিষয়ে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে কথা হয়েছে। তারা বলেছে যে, যদি সে সেমিনারে উপমহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব) স্যার যোগদান করতেন তবে ভালো হতো। সভাপতি উপমহাপরিচালকের সাথে এ বিষয়ে কথা বলার নির্দেশ দেন এবং তাকে সেখানে যাওয়ার বিষয়ে মহাপরিচালক মত প্রদান করেছেন মর্মে জানানোর কথা বলেন। ভূ-রসায়ন ও পানি সম্পদ শাখার বহিরংগন কাজের বিষয়ে জনাব নুরুল হক, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ইতোমধ্যে ৫টি এসপিটি (SPT), ১০টি চপিং এবং ১২০টি অগারিং সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২৫০ ফুটের একটি ডিপ টিউবওয়েল ও স্থাপন করা হয়েছে। একটি জনসচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করার জন্য স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে আলোচনা করে স্থান ও সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, চলমান কাজটি পানির বিষয়ে বলে স্থানীয় জনগণ উপকৃত হবে। কোন বিভ্রান্তিমূলক তথ্য যাতে না ছড়ায় এবং জনগণের মধ্যে পানি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি যেন না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, তার কাছে জিএসবির ব্রুসিয়ার ও নিউজ লেটারসহ কিছু কন্টেন্ট রয়েছে যেগুলো বিতরণের মাধ্যমে জিএসবি ও জিএসবি'র কাজ সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে বিধায়, সেগুলো চলমান জনসচেতনতামূলক সেমিনারগুলোতে বিতরণ করা যেতে পারে। সভাপতি বলেন এটা একটি ভালো ধারণা এবং তিনি এ কন্টেন্টগুলো বিতরণের জন্য মতামত প্রদান করেন।	ক)বহিরংগন কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সকল শাখা।

৩.২।	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত আলোচনায় জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ফাইভ টুলসের বাইরে ২০০ জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। যার মধ্যে ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত ১৩৪ জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আর ফাইভ টুলস অনুসারে সকল জনবলকে শুদ্ধাচারের আওতায় আনতে হবে এবং ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত বগুড়ার ২৯ জনসহ মোট ১৯৭জনকে ইতেমধ্যে শুদ্ধাচারের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাকি জনবলের প্রশিক্ষণ প্রতি মাসে ২/৩টি স্লটে ভাগ করে সম্পন্ন করা হবে। মাঠ পর্যায়ের ৪টি জনসচেতনতামূলক সেমিনার সম্পন্ন হয়েছে বাকি ২টি অন্য দুটি বহিরংগন দল সম্পন্ন করবে। এছাড়াও তিনি বলেন, জিএসবি'র কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা আগামী মার্চ মাসে করার বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং সম্ভাব্য স্থান হিসেবে শেখ বোরহান উদ্দিন স্কুলকে বিবেচনা করা হচ্ছে। জিএসবি'র নিউজ লেটার মার্চে প্রকাশ করা হবে। সভাপতি ফাইভ টুলসের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চান এবং ই-নথির ব্যবহার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। ই-নথির ব্যবহার এখন ৮০% মর্মে সভায় জানানো হয়। সভাপতি এপিএ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন এপিএ'র এক পয়েন্টও যেন ছুটে না যায় এবং অবশ্যই এপিএ ১০০% বাস্তবায়ন করতে হবে। সভায় ইনোভেশনের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে জনাব সালমা আক্তার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন ইতোমধ্যে একটি প্রস্তাবনা জমা দেয়া হয়েছে এবং তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, ইনোভেশনের টাকা রেখে দেয়া হয়েছে এবং কাজ বাস্তবায়নে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে তাকে জানানোর নির্দেশ দেন।	ক)এপিএ ১০০% বাস্তবায়ন করতে হবে। ঘ)ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।	এপিএটিমসহ সকল শাখা
	প্রশাসনিক আলোচনা		
৩.৩।	নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন ২৩টি পদের নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। চলমান ৪১তম বিসিএস এর মৌখিক পরীক্ষার মাঝে ফাঁকা দেখে বিপিএসসি ভাইভা নিয়ে নিবে বলে জানিয়েছে।। তিনি আরও বলেন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগের চুড়ান্ত অনুমোদন হয়ে গেছে এবং আগামী সপ্তাহে নিয়োগ পত্র ছাড়া হবে। চুড়ান্ত অনুমোদন হওয়ায় সভাপতি আজই ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার নির্দেশ প্রদান করেন।	নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
	বিবিধ আলোচনা		
	প্রকল্প বিষয়ক আলোচনায় পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, নরওয়ের সাথে পূর্বে স্বাক্ষরিত মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (MoU) পুনরুজ্জীবিতের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিনি বলেন জার্মানদের সাথে নতুন করে প্রকল্পের জন্য টিএপিপি কমিটি করা হয়েছে এবং তারা যাচাই বাচাইয়ের জন্য কয়েকেটি সভাও করেছে। কমিটির সভাপতি জনাব আবদুল আজিজ পাটওয়ারি, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, আমাদের অবজার্বেশন ইতোমধ্যে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী করে তারা মন্ত্রণারয়ে প্রেরণ করবে। সভাপতি সংশোধনসহ দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দশে প্রদান করেন। পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) আরও বলেন জিএসবি'র গবেষণা খাতে ২০ লক্ষ টাকা ছিল, অদ্যবধি চলতি ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে এ খাতে কোনো ব্যয় না হওয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয় সংশোধিত বাজেট সভায় পুরো অর্থ কেটে দিতে চেয়েছিল। সার্বিক বিষয় অবহিত করার পর পুরোটা না কেটে কমিয়ে ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। কিন্তু গবেষণা প্রস্তাব বাছাই কমিটি ইতোমধ্যে ৬টি গবেষণা প্রস্তাবে ২০ লক্ষ টাকা অনুমোদন দিয়েছে। অতএব বরাদ্দ কমিয়ে ১২ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রস্তাবনা দিতে হবে।	ক) জার্মানদের সাথে আসন্ন প্রকল্পের টিএপিপি প্রণয়ন করতে হবে। খ)গবেষণা খাতে অনুমোদিত বাজেট পুনর্বিন্যাস করে ১২ লক্ষ টাকার মধ্যে আনতে হবে।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ ও গবেষণা প্রস্তাব বাছাই কমিটি

৪। সভায় আর কোনো আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.৪

তারিখ: ৭ ফাল্গুন ১৪২৯
২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
২) উপ-মহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব) , উপ-মহাপরিচালক এর দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৩) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ
৪) পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও প্রকল্প পরিচালক, GeoUPAC, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৫) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

মোঃ কামরুল আহসান
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)